রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ৪, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন, ১৪২৩ মোতাবেক ০৪ অক্টোবর, ২০১৬

নিম্নলিখিত বিলটি ১৯ আশ্বিন, ১৪২৩ মোতাবেক ০৪ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৪৩/২০১৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৩ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন**।—পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনার তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য জনসংহতি সমিতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

৩। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) তে উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, পদাধিকারবলে" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "যে কোন পার্বত্য জেলায়" শব্দগুলির পরিবর্তে "যে কোন পার্বত্য জেলাসহ অন্য কোন স্থানে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর —

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ক) পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ এবং অবৈধ বন্দোবস্ত ও বেদখল হওয়া ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা;";

(খ) দফা (খ) তে উল্লিখিত "আইন ও রীতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "আইন, রীতি ও পদ্ধতি" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে জলেভাসা ভূমিসহ (Fringe Land) কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান বা বেদখল করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং বন্দোবস্তজনিত বা বেদখলজনিত কারণে কোনো বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল।:

তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং বসতবাড়ীসহ জলেভাসা ভূমি, টিলা ও পাহাড় ব্যতীত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা ও বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকার ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।"।

৬। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর —

(ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "অপর দুইজন সদস্যের" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপর তিনজন সদস্যের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ বিবেচনা ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশনের সকল সদস্যকে বৈঠকের পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।";

(গ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের গৃহীত সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর —

(ক) উপান্ত-টীকায় উল্লিখিত "কমিশনের আবেদন দাখিল" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশনের নিকট আবেদন দাখিল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(২) কমিশন কর্তৃক উক্ত আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে যে কোন সময়ে ন্যায় বিচারের স্বার্থে, কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে, আবেদনকারী তাঁহার আবেদন একবার সংশোধন করিতে পারিবেন।" ।

৮। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদানক্রমে স্থায়ী অধিবাসীদেরকে নিয়োগ করা হইবে।"।

৯। **২০০১ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ তে উল্লিখিত "এই আইন বলবৎ হইবার ছয় মাসের মধ্যে," শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "যথাশীঘ্র" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬ (অধ্যাদেশ নং ১, ২০১৬ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিরাজমান দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আলোকে ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন প্রণীত হওয়ার পর হতে কমিশন তার নিয়মিত বৈঠক আহবান করলে কমিশনের উপজাতীয় সদস্যগণ এ আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করে কমিশনের বৈঠকে অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত থাকেন। সেই অচলাবস্থা দূর করার জন্য আইনটির সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এমতাবস্থায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবানুগকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সংশোধিত আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শামসুর রহমান শরীফ
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd